২৮ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার, কাপাসিয়া থানায় শত শত মানুষের ভিড়

কলেজছাত্র জামালকে পুলিশ নদীতেই পিটিয়ে মেরেছে!

শহীদুল ইসলাম

প্রায় ৩০ ঘণ্টা থানা হাজতে অমানুষিক নির্যাতন সইতে না পেরে প্রাণ বাঁচাতে সুযোগ বুঝে পালানোর চেষ্টা করেছিল কলেজছাত্র জামাল উদ্দিন ফকির (২৪)। থানা ভবনের উত্তর পাশের দেয়াল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া শীতলক্ষ্যা নদীতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পেছন থেকে ছুটে আসা পুলিশ তাকে দেখতে পেলেও পানি থেকে তুলে থানা হাজতে নেয়নি, বরং নদীতেই নৌকার লগি দিয়ে মেরে, খুঁচিয়ে হত্যা করেছে বলে মারাত্মক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ডাকাতির মামলায় সন্দেহবশত ধৃত গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার তরগাঁও গ্রামের জামালকে শুক্রবার ভোরে থানা হাজতে না পাওয়া গেলে পুলিশ বলেছে, সে পালাতে গিয়ে শীতলক্ষ্যায় ডুবে মরেছে। পরিবার অভিযোগ করে, পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু হলে লাশ তারা নদীতে ফেলে দিয়েছে।

নিখোঁজ হওয়ার ২৮ ঘণ্টা পর গতকাল শনিবার সকালে দমকল বাহিনীর ডুবুরিরা তার লাশ উদ্ধার করে। লাশের শরীরে অনেকগুলো আঘাতজনিত জখমের চিহ্ন রয়েছে। লাশের পেটে পানি ছিল না। অর্থাৎ ধারণা করা হচ্ছে পানি খেয়ে জামালের মৃত্যু হয়নি, মৃত্যুর পরই সে পানিতে তলিয়ে যায়।

নিহত জামাল ভাওয়াল বদরে আলম কলেজের স্নাতক পরীক্ষার্থী। গরিবঘরের ছেলে, লেখাপড়ায় ছিল খুবই মনোযোগী ও মেধাবী। এসএসসিতে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগ এবং এইচএসসিতেও প্রথম বিভাগ লাভ করে। সে কাপাসিয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য ও সংস্কৃতি কর্মী ছিল। ১৯৯৫ সালে শীতলক্ষ্যায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় জামাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সে তরগাঁও বঙ্গতাজ স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি ছিল।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা? : জামাল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে থাকতে পারে। থানা হাজতের 'আসামি পালানোর' ঘটনা হলেও গতকাল দিনভর কাপাসিয়া থানায় স্থানীয় ছাত্রদলের মারমুখো কর্মীদের হম্বিতম্বি ও নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মব্যস্ততা দেখা যায়।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, গত ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাতে তরগাঁও গ্রামে ছাত্রদলের এককালীন নেতা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. গোলাম হোসেনের বাসায় ডাকাতি হয়। এ ব্যাপারে তার ভাই কবির হোসেন বাদী হয়ে কাপাসিয়া থানায় নাম উল্লেখ ছাড়া ২০/২৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার কারণে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মঈন উদ্দিনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় সন্দেহভাজন হিসেবে জামালকে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাওয়ায় পুলিশ জামালের মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। রাত সাড়ে ১২টায় গ্রেপ্তার করা হলেও পুলিশ কাগজে-কলমে জামালকে গ্রেপ্তার দেখায় বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে। আদালতের অনুমতি ছাড়া ২৪ ঘণ্টার বেশি কোনো আসামিকে থানায় রাখা যায় না। কিন্তু জামালকে প্রায় ৩০ ঘণ্টা আটকে রেখে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়।

ডাকাত সন্দেহে যাকে গ্রেপ্তার করে বর্বর নির্যাতন চালানো হলো সেই জামালের নামে থানায় কোনো মামলা নেই। আগে কখনো সে গ্রেপ্তারও হয়নি।

জানা গেছে, শুক্রবার ভোর সাড়ে ৬টায় থানার সুইপার রতন হাজতখানা পরিষ্কার করতে গেলে একজন হাজতির সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি হয়। এ সময় কর্তব্যরত কনস্টেবল আলতাফ হাজতখানার তালা খুলে তা দিয়ে ওই হাজতিকে মারতে গেলে জামাল পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি অফিসার এএসআই এ বি সিদ্দিক ও কনস্টেবল আলতাফ অন্য পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করেন। জামাল থানার সামনে দিয়ে দৌড়ে পেছনে শীতলক্ষ্যা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, এ সময় পুলিশ নৌকা দিয়ে তল্লাশি করে মাঝনদীতে গিয়ে জামালকে পেয়ে যায়। তখন কনস্টেবল আলতাফ নৌকায় থাকা বাঁশের লগি দিয়ে জামালের শরীরে উপর্যুপরি আঘাত করে। কিছু সময়ের মধ্যে সে তলিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ চলে যায়।

শুক্রবার কাপাসিয়া থানা পুলিশ প্রচার করে, জামাল হাজত থেকে পালিয়ে গেছে।

জামালের মৃত্যু প্রসঙ্গে ওসি মঈনউদ্দিন গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, কাইয়ুম নামে এক ডাকাতকে গ্রেপ্তারের পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জামালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তা ছাড়া ডাকাতির সময় কয়েকজন ডাকাত আহত হয়েছিল। জামালের শরীরে ওই আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। থানা হাজতে জামালের ওপর কোনো নির্যাতন করা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। কর্তব্যে অবহেলার জন্য এএসআই সিদ্দিক ও কনস্টেবল আলতাফকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল ওসি বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছেন।

মায়ের বিলাপ : জামালের বাবা আজিমউদ্দিন ফকির পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ছেলের মৃত্যু সংবাদ এখনো তাকে বলা হয়নি। জামালের মা রমিজা বেগম থানায় ছেলের লাশ দেখে গতকাল বুকফাটা আর্তনাদ শুরু করেন। তিনি বিলাপ করে বলছিলেন, 'আমি আমার একমাত্র ছেলেকে ফেরত চাই। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

জামালের বৈমাত্রেয় ভাই সামাদ ও আলম বলেন, তারা খেয়ে না-খেয়ে ছোট ভাইকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলছিলেন। অথচ পুলিশ তাকে হত্যা করেছে। তারা হত্যার বিচার দাবি করেন।

ছাত্রদলের সন্ত্রাস : পুলিশের নির্যাতনে সহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় ছাত্রলীগের কর্মীরা গতকাল শনিবার সকালে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে ছাত্রদল কর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ধাওয়া করে। অস্ত্রের ভয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা ভুঁইয়া মার্কেটের দোতলায় আশ্রয় নেয়। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আটকে রাখে। পরে তাদের ছয়জনকে একটি 'ভাঙচুর মামলায়' গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

জামালের মৃত্যুর খবর শুনে শত শত নারী ও পুরুষ গতকাল সকাল থেকে থানার সামনে ভিড় করে। দুপুরে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উঁচিয়ে তাদের ভয় দেখায়। এর আগে তারা শহরের একজন তেল ব্যবসায়ীকে মারধর করে। ওই ব্যবসায়ী নিহত জামালের পরিচিত লোক। এ ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা গতকাল সারা দিন দোকানপাট বন্ধ রাখে। ঢাকা থেকে বিভিন্ন দৈনিকের সাংবাদিকরা কাপাসিয়া থানায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা 'থানা পুলিশের বিরুদ্ধে না লেখার জন্য' হুমকি দেয়। থানার ওসির কক্ষ থেকে শুরু করে পুরো থানা কম্পাউন্ডকে তারা তাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। থানা পুলিশের পক্ষ নিয়ে স্থানীয় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের এ ধরনের তৎপরতায় এলাকাবাসী বিস্ময় প্রকাশ করেন।